পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন

নদী দূষণ প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করে নদী দূষণ প্রতিরোধে এগিয়ে আনার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পানিসম্পদ দূষণের অন্যতম কারণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বব্যাপীই এটি একটি সমস্যা।

এই সমস্যাটি নদীতেই কেবল নয়, সাগরেও দেখা দিচ্ছে, সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে বর্জ্য ফেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা আমরা জানি। আর সে জন্যই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে এই জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এজন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজন প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা। তিনি বলেন,' এজন্য আমি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে বলবো কেবল নদী ড্রেজিং করলেই হবে না, সেখানে বৃক্ষরোপণটাও করে দিতে হবে। প্রতিটি উপকূল অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনির সৃষ্টি করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী এ সময় নদী ড্রেজিংয়ের মাটি আবার নদীতেই না ফেলে পাড়ে জুট জিও টেক্সটাইলের সাহায্যে পকেট সিস্টেম করে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তাহলে সেখান থেকে অনেক ভূমিও উদ্ধার করা সম্ভব হবে যেখানে পরবর্তীতে কৃষি এবং শিল্পায়ন দুটি কাজই করা যাবে। নদী দূষণমুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নদী সংরক্ষণের সঙ্গে যারা জড়িত তারা যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমরা নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি।' শেখ হাসিনা এ সময় শহরাঞ্চলে দৈনন্দিন কাজে পানির অপচয় রোধ করা প্রত্যেকের নাগরিক কর্তব্য বলেও উল্লেখ করেন। পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম এবং একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন। মন্ত্রণালয় সচিব কবির বিন আনোয়ার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শতবর্ষের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা স্মারক উপহার দিচ্ছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ও পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর ওপর নির্মিত দু'টি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এ সময় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে শত বর্ষের ব-দ্বীপ পরিকল্পনার একটি স্মারক উপহার দেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং মিশন প্রতিনিধি ও প্রধান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মানিক মিয়া এভিনিউ হতে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত পানি দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় এবং বাপাউবো'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

বিশ্ব পানি দিবসের র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার

ভে | ত | রে | র | পা | তা | য় | যা | থা | ক | ছে

পাতা ২ - সম্পাদকীয়
পাতা ৩ - মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন
পাতা ৪ - জাতির জনকের জন্মদিন পালন
পাতা ৫ - প্রকল্প পরিচিতি
পাতা ৬ - গবেষণা সেমিনার
পাতা ৭ - উপমন্ত্রীর হাওর এলাকা পরিদর্শন
শেষের পাতা - প্রতিমন্ত্রীর সিইআইপি প্রকল্প পরিদর্শন

সম্পাদকীয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কথা রাখবো আমরা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। দীর্ঘ পাঁচ দশকের পথ চলা। নদী-সাগরের মতোই বহমান এ সংস্থা। শুরুটা ছিল সেচ আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রিক। সেখানে থেমে নেই আমরা। অভিগমন - অভিযোজনের পরিক্রমায় আমাদের লক্ষ্য এখন আগামী শতকের দিকে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০। বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়তো আমরা দেখে যেতে পারবো না। কিন্তু আগামী প্রজন্মের জন্য এ ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন অপরিহার্য। ভবিষ্যতে বাসযোগ্য বাংলাদেশের জন্য এমন কর্মপরিকল্পনা সত্যিই দূরদর্শীতার পরিচয় বহন করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায় এ পরিকল্পনা।

আগামীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য অপেক্ষা করছে আরও বেশ কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অন্যতম। আরও রয়েছে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ। তাই নদ-নদীগুলির নাব্যতা রাখতে ড্রেজিং এর বিকল্প নেই। দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ব্লু-ইকোনমি, সেচ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা পূর্বাভাস, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি আগামী দিনের কাজ।

এসব অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন গুণগত কাজ তথা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), শুদ্ধাচার কৌশল, গবেষণা, ডিজিটাল সার্ভে, জিআইএস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সফলতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

যা হোক, এপ্রিলে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হলো বিশ্ব পানি দিবস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতি দিবসটিকে আরও বর্ণিল করে তোলে। তাঁর বক্তৃতায়, পানি সম্পদ ও নদী সংরক্ষণের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যেন আমরা নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আশ্বস্থ করতে চাই যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতীতের তুলনায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ফণীর ভয়ংকর ছোবল থেকে দেশবাসীকে রক্ষায় আমরা জেগে ছিলাম। আগামীতেও থাকবো। জাতির জনকের সোনার বাংলা গড়তে আমরা তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বোর্ডে নতুন মুখ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) পদে খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন এর যোগদান

খোন্দকার মোঃ রুহুল আমীন সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) পদে যোগদান করেন। তিনি সরকারের যুগ্মসচিব ও বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি মাঠ পর্যায় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি দেশে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । তিনি ১৯৬৪ সালে নাটোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে প্রকৌশলী এ, কে, এম, সামছুল করিম এর যোগদান

প্রকৌশলী এ, কে, এম, সামছুল করিম ১০-০৪-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব করিম ১৯৮৩ সালে বুয়েট থেকে বি.এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮৬ সালে Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand থেকে Masters of Engineering ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাপাউবোতে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের পরিকল্পনা, নকশা, মনিটরিংসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি শ্রীলঙ্কা, চীন, থাইল্যান্ড, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

"মানুষ, নদী, জল আর বন
পানিই সম্পদ, পানিই জীবন"

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

প্রতি বছর মহান স্বাধীনতা দিবস জাতির জীবনে প্রেরণার নতুন বার্তা নিয়ে আসে

-পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাপাউবো মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৬ মার্চ ২০১৯ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, রোকন উদ-দৌলা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে অংশগ্রহণ করেন।

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন- আজ ২৬ মার্চ। রক্ত, অশ্রুস্নাত বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহের দিন। বাঙালীর শৃঙ্খলমুক্তির দিন। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাঙালীর দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত লড়াইয়ের সূচনা পর্ব। বিশ্বের বুকে লাল-সবুজের পতাকা উড়ানোর দিন আজ।

হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে '৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের বুকে স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল বীর বাঙালী। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এ ব-দ্বীপের মানুষ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তে রাঙিয়ে, আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে একাত্তরের এই দিনে যে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দেশের মানুষ, দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন তার চূড়ান্ত পরিণতি। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সেই গৌরব ও অহংকারের দিন আজ। প্রতিবছর মহান স্বাধীনতা দিবস জাতির জীবনের প্রেরণার নতুন বার্তা নিয়ে আসে।

একাত্তরের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানী হিংস্র শ্বাপদের গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শত্রুসেনাদের বিতাড়িত করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার জন্য বঙ্গবন্ধুর ডাকে জীবনপণ সশস্ত্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বাঙালি। দীর্ঘ ন'মাস এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম অর্জন- মহান স্বাধীনতা। আজ ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি জাতির জীবনে সূচনা ঘটবে আরও একটি ঝলমলে উৎসবের দিন। রক্ত, অশ্রুস্নাত বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহের দিন ২৬ মার্চ। এ ভূভাগের সবচেয়ে বড় অর্জন, বাঙালির হাজার বছরের জীবন কাঁপানো ইতিহাস- মহান স্বাধীনতা। অসংখ্য শহীদের রক্তে ভেজা, জাতির বীরসেনানীদের রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের সূচনার দিন। বাঙালির স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিন। গৌরব ও স্বজন হারানোর বেদনার এই দিনে বীর বাঙালি সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিল। তাই আজ গৌরব ও অহংকারের দিন।

শেখ হাসিনার ইনোভেশন ড্রেজিং করে নদী শাসন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে বক্তাগণ

বঙ্গবন্ধুই পেরেছিলেন পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে

বঙ্গবন্ধুর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ সচিব কবির বিন আনোয়ার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৭ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গ্রীন রোডের পানি ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম ও রোকন উদ-দৌলা। বক্তাগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর বিশ্লেষণধর্মী উপাখ্যান উপস্থাপনা করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, একজন মহান নেতা তাঁর দেশের মানুষকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন, অপরিসীম সাহসিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সঠিক ও দূরদর্শী নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ছিনিয়ে আনতে পারেন স্বাধীনতার উজ্জ্বল উদাহরণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাহিত্যিক ও ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুর কীর্তিকে স্মরণ করে লিখেছিলেন কালজয়ী পঙক্তি, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান/ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অকুতোভয় বীর, মহানায়ক। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায় নেতৃত্বগুণ; মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি গভীরতর ভালোবাসা। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকরা তাঁকে বছরের পর বছর বন্দি রেখেছে জেলে, নানা নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। তারপরও তিনি ছিলেন স্বাধীনতার সংকল্পে অটল। দেশের মানুষের স্বার্থের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তিনি ছিলেন আপোসহীন। পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের মৃত্যুর পরোয়ানা উপেক্ষা করে তিনি তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ ও বাঙালির কথা। বারবার আঘাত এসেছে তাঁর জীবনে; কিন্তু কখনো কোনো কিছুর বিনিময় বা প্রলোভনে বা ভয়ে বিন্দুমাত্র নতি স্বীকার করেননি, মাথা নিচু করেননি। 'জয় বাংলা' পঙক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর নেতৃত্বেই মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি অর্জন করেছিল গৌরবোজ্জ্বল বিজয়। সেদিনের টুঙ্গিপাড়ার অজপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করা সেই শিশুটি পরে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ ও জনগণের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ ও ভালোবাসার কারণেই অল্প বয়সেই হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম ও রোকন উদ-দৌলা,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবো'র সকলস্তরের কর্মকর্তাগণ ।

সমন্বিত উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সিডিএসপি একটি রোল মডেল

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

দেশের চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর এই চার জেলায় জেগে উঠা উপকূলীয় চরে ভূমিহীন মানুষের বাসস্থান, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৪ সালে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প বা সিডিএসপি যাত্রা শুরু করে । সম্প্রতি প্রকল্পটির ৪ টি ফেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪ হাজার ১৬২টি অতি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ৪৪ হাজার ৪১০ একর ভূমি বিতরণ করা হয়েছে । এতে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার ভূমিহীন মানুষের বসবাস ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্ভাবনাময় এই প্রকল্পটির ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের সফল ধারাবাহিকতায় ৪র্থ পর্যায়ের কাজও নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। সফল এ প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস সরকার, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগরিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি)।

সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও ছয়টি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় ও বন বিভাগ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রধান বা লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। প্রকল্পটিতে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে বিধায় ভবিষ্যতে এমন প্রকল্পের সাথে সহযোগিতা করতে উন্নয়ন সহযোগীরা বেশ আগ্রহী।

প্রকল্পসূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে প্রকল্পটির অবস্থান। এসব চরের মধ্যে রয়েছে; সিডিএসপি-১ আওতায় চর বাগারদোনা-২, চর মজিদ ও চর ভাটিরটেক, সিডিএসপি-২ আওতায় দক্ষিণ হাতিয়া, গাংচিল, চর এলাহী, মুহুরী, চর গাবতলি, চর আলগি, পোল্ডার ৫৯/৩ বি ও পোল্ডার ৫৯/৩ সি, সিডিএসপি-৩ আওতায় চর মরাদোনা, চর বাগারদোনা ও বয়ার চর,সিডিএসপি-৪ আওতায় নান্‌গুলিয়া, নলের চর, উড়ির চর, জিয়াউদ্দিন চর। প্রকল্পের ৪র্থ ফেজে ব্যয় হয়েছে ৬৩,৩৬৮.৯৭ লক্ষ টাকা।

প্রতি বছর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকায় এক বিলিয়ন টনের বেশি পলি জমা হয়ে সাগর উপকূলে চরাঞ্চলের সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলে গজিয়ে ওঠা এসব নতুন ভূখণ্ডে দেশের ক্রমবর্ধমান দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের পানি সম্পদ আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমন্বিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে লাখ লাখ ভূমিহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টগণ জানান।

আরও জানা যায়, সরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি বেশ কিছু এনজিও প্রকল্প এলাকায় তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তারা প্রকল্প এলাকায় নতুন বসতিতে পুনর্বাসিত দরিদ্র নারী কর্মসংস্থান, হস্তশিল্প, কারুশিল্প, বনায়ন, মৎস্যচাষ, আইন ও মানবাধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১,৮৭,৫৯৪ হেক্টর এলাকা বন্যা ও ঘূর্ণি ঝড় হতে রক্ষা পেয়েছে, নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ করা হয়েছে, এবং কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বসবাস ও চাষাবাদের জন্য ভূমি বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৫৪৩.৯৮কি:মি: গ্রামীনরাস্তা, ৩৪১টি ব্রীজ/ কালভার্ট, ১২৪টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করার মাধ্যমে যোগাযোগ ও জীবনমান/সুরক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২,৬২৮ টি গভীর নলকূপ, ১৫,৩৮৪ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন/ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করার মাধ্যমে কয়েক লক্ষ মানুষকে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, যৌথ মালিকানার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন এবং পানি ব্যবস্থাপনা গঠনের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য এবং চরাঞ্চলের মাটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে, ওই এলাকায় কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। প্রকল্প গ্রহণের শুরুতে বেকার মানুষের কোন আয় না থাকলেও বর্তমানে তারা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সিডিএসপি প্রকল্পে ১৫৮.৭৮কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ (সী-ডাইক, ইন্টেরিয়র-ডাইক, ডোয়ার্ফ বাঁধ), ১০.০০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখননসহ ৪৪৬.১৫৫কিঃমিঃ খালখনন/পুন:খনন, ২৪টি রেগুলেটর, ১০টি স্লুইজার, ১০ টি গাইড ডাইক নির্মাণ করেছে।

প্রকল্প এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালে সিডিএসপি-৪ প্রকল্পকে "The best plantation award" প্রদান করেন। একই বছর, নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রকল্পটিকে IFAD Gender Award 2017 প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে সিডিএসপির (বাপাউবো অংশ) প্রকল্প পরিচালক মো: শামসুদ্দোহা বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার নদী ভাঙ্গনের শিকার ভূমিহীন অতিদরিদ্র মানুষের জন্য গৃহ নির্মানি ও পুর্নবাসনের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ করা হয়েছে। তাদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং ভূমির উপর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

এতে নদী ভাঙ্গনের শিকার ভূমিহীন অতি দরিদ্র মানুষদের শহরমূখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটি সরাসরি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র নিরসনে সহায়তা করায় এ রকম প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। এধরণের প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান বলেন, প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সিডিএসপি-৪ ও সিডিএসপি-৫ এর মধ্যে ৩ বছর মেয়াদী "সিডিএসপি-ব্রীজিং" প্রকল্প প্রনয়ণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হবে। সমন্বিত উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সিডিএসপি একটি রোল মডেল।

গবেষণা সেমিনার

উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রাখুন

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেন, উপকূলীয় এলাকায় সুরক্ষার জন্য সমীক্ষার বিকল্প নেই। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিকল্পনা পূর্বে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এতে প্রকল্পের সফলতার মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তিনি এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবদান অপরিসীম। তিনি নিরলস পরিশ্রম ও তদারকির মাধ্যমে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'র কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

গত ৩০ মার্চ ২০১৯ বরিশাল ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ডি.এইচ.আই (ডেনমার্ক), ডেলটারেস (নেদারল্যান্ডস), কলেরেডো ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র) এবং ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (বাংলাদেশ) এর যৌথ উদ্যোগে ''বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ''-শীর্ষক সমীক্ষার ওপর একটি আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক খন্দকার খালেকুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম।

কর্মশালায় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ শীর্ষক সমীক্ষার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. রনজিৎ গালাপাত্তি, টিম লিডার, ডি.এইচ.আই (ডেনমার্ক)। এছাড়াও পোল্ডারসমূহের সমস্যা , উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নকশা বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ, পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে দলগত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১, সিইআইপি-১ এর প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী মোঃ হাবিবুর রহমান।

এদিকে, গত ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে খুলনার সিটি ইন হোটেলে একই বিষয়ে একটি আঞ্চলিক মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। কর্মশালায় গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন), নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার এবং খুলনা জেলা প্রশাসক হেলাল হোসেন।

উল্লেখ্য এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ব-দ্বীপের দীর্ঘমেয়াদী এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তি করে পরিবেশগত টেকসই বাঁধের নকশা প্রণয়নের জন্য একটি অবকাঠামো তৈরী করা। এছাড়াও এ গবেষণার আওতায় পলি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবিকা, কৃষি পদ্ধতি, নতুন ফসল চাষ ও জলাবদ্ধতা সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হবে।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রীর হাওড় এলাকায় ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

হাওড় অঞ্চলে ধান কাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৯ মে ২০১৯ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী উপমন্ত্রীকে জানান বিগত বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় জেলার কৃষি-অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি হয়। তার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুনামগঞ্জ জেলার হাওড়ের আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তার নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার ৪২ টি হাওড়সহ অন্যান্য হাওড় উপ-প্রকল্পের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করে। হাওড়ে মৎস চাষ, নৌ-চলাচল ও বন্যার প্রকোপ কমানোর লক্ষ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সব বাঁধ নির্মাণ করা হয়। প্রতিবছর বর্ষাকালে এই সব বাঁধ প্রায় ৬ থেকে ৭ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে। বোরো ফসল উঠার পর বর্ষার আগমনে হাওড়ে পানি প্রবেশকালে এবং বর্ষা শেষে পানি বের হওয়ার সময়ে প্রতিবছরই ডুবন্ত বাঁধ বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিবছর বর্ষা শেষে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো মেরামত করা হয় এবং পরবর্তী বোরো ফসল রক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে এ বছর হাওড় এলাকায় ধানে বাম্পার ফলন হয়েছে।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সোনা ঝরা হাওড়ের দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কৃষকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধানকাটা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় বাপাউবো মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী নিজামুল হক ভূইয়া, সিলেট পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মশিউর রহমান, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

লেখা আহবান

পানি সম্পদ, জলবায়ু, পরিবেশ, উদ্ভাবন ও গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক লেখা, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত পানি পরিক্রমায় প্রকাশের জন্য ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ই-মেইল : dir.publicity@gmail.com

নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামানের অকাল মৃত্যু

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পওর পরিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি স্ত্রী, একপুত্র ও এককন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সিইআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৭ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে

- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পে অটো মেশিন ব্লক তৈরীর কাজ পরিদর্শন করছেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২২ মার্চ ২০১৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ৩৯/২সি পোল্ডার এর অটো মেশিন ব্লক তৈরী, ব্লক ডাম্পিং সহ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন। প্রতিমন্ত্রী বাঁধ রক্ষায় সকলকে আন্তরিক হবার আহবান জানিয়ে বলেন, সিইআইপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৭ জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো গতিশীল হবে। পরিদর্শনকালে প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নদীতীর রক্ষা কাজে ব্যবহারের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক প্রস্তুতকরণ প্রণালী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম বর্ষা মৌসুমে দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাই, এ প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এর ফলে দৈনিক ১০০০০ (দশ হাজার) ব্লক প্রস্তুত করা সম্ভব হয় যা নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ ত্বরান্বিত করবে।

প্রতিমন্ত্রী এসময় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী ব্লকের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, প্রকল্পে কাজ শেষ হলে এ অঞ্চলের মানুষ নদী ভাংগনের কবল থেকে রক্ষা পাবে। তিনি কর্তব্য ও নিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের দূর্নীতিমুক্ত থেকে প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, সাংবাদিক ও স্থানীয় উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

এছাড়া, গত ৪ এপ্রিল, ২০১৯ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ৩৯/২সি পোল্ডারের নদমুল্লা এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সচিব বলেন, সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে দেশ ও জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এ সময় বোর্ডের চীফ মনিটরিং কাজী তোফায়েল হোসেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী মোঃ আব্দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের ৭টি জেলার ১৭টি পোল্ডারকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করার উপযোগী করে সার্বিকভাবে বাঁধসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল নদীভাঙ্গন থেকে রক্ষা পাবে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় শস্য, প্রাণীসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : এ, কে, এম নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : এস, এম, হুমায়ূন কবীর, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
চিত্র গ্রহণ: মো: মনিরুজ্জামান, ফটোগ্রাফার, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd